

## 💵 নারী শিক্ষা সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি

বিভাগ/অধ্যায়ঃ কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারীশিক্ষা রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ,কম

## কুরআন ও হাদীসের আলোকে নারীশিক্ষা

কুরআন ও হাদীসে শুধু নারীশিক্ষার কথা পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়নি। শিক্ষা সম্পর্কে যে কথাই বলা হয়েছে, তা নর ও নারী উভয়ের জন্য সমভাবে প্রযোজ্য। নর ও নারীর জন্য আলাদাভাবে কোনো আলোচনা করা হয় নি। শিক্ষা প্রসঙ্গে যে নির্দেশগুলো দেয়া হয়েছে, তাতে সাধারণত পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন কুরআন মজীদে বলা হয়েছে, "তুমি পাঠ কর তোমার প্রভূর নামে।" আর হাদীস শরীফে বলা হয়েছে "তোমরা বিদ্যা অম্বেষণ কর।" এখানে এই নির্দেশ কেবল পুরুষের জন্য নয়, বরং নর ও নারী উভয়ের জন্যই সমভাবে প্রযোজ্য।

শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রেই নয়, প্রায় সকল বিষয়েই কুরআন ও হাদীসে সাধারণ নির্দেশগুলো এভাবে পুরুষবাচক ক্রিয়াপদ দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে। যদিও এ দ্বারা নর ও নারী উভয়কেই সমভাবে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়

﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱرآكَعُواْ مَعَ ٱلرِّكِعِينَ ٤٣ ﴾ [البقرة: ٤٣]

"তোমরা নামায পড়, যাকাত দাও এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু কর।"[1] এখানে ব্যবহৃত দু'টি ক্রিয়াপদই পুরুষবাচক। কিন্তু এর দ্বারা নর ও নারী উভয়কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা নামায পড়া এবং যাকাত দেওয়া নর ও নারী উভয়ের জন্য ফরয।

>

## ফুটনোট

[1] সূরা আল বাকারাহ :8**৩**।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10605

👲 হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন